A¨v‡mR †miv 10 gnZ

128 eQ‡ii BwZnvm| wμ‡K‡Ui A‡bK bvq‡Ki Rb¥ GB A¨v‡m‡RB| gn‡ZB †Ljvi aviv cv‡ë †`qv †miv 10 R‡bi 10wU NUbv wbevPb K‡i‡Q DBR‡Wb Gwkqv...

wj‡L‡Qb **nvmvb Rvgvb**

বল অব দ্য সেঞ্চুরি, শেন ওয়ার্ন-১৯৯৩

অ্যাসেজ শুরুর সময় থেকেই গুঞ্জনটা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। টগবগে তরুণ ব্লন্ড চুলের এক লেগস্পিনার এসেছে, যে নাকি ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের নিয়ে ছেলেখেলা করবে। কিন্তু কেউ ভাবেইনি, এভাবে সেটা প্রমাণ করতে পারবে। অ্যাসেজে তার প্রথম ডেলিভারিটা ছিল লেগ স্ট্যাম্পে ড্রিফটার। অনেকটা ঝুলিয়ে দেয়া। মাইক গ্যাটিং এতো বাইরের বল ছেড়ে দিলেন, এতেই তার ভুলটা হলো শতাব্দী সেরা। আর ওয়ার্নের শতাব্দীর সেরা ডেলিভারি। এতো বাইরে পিচ করেও বলটা টার্ন করে ভেতরে ঢুকল। গ্যাটিংয়ের অফ স্ট্যাম্পে আঘাত হানল। মুহূর্তেই তৈরি হলো ইতিহাস।

আথারটনের নিয়তি, ওভাল-২০০১

অ্যাসেজে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সহজ পরাজয়ের নাম আথারটন। এখানে শুধু অস্ট্রেলিয়ার পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব। আসলে শব্দটা হবে গ্লেন ম্যাকগ্রা। আথারটনের নিয়তি যেন ম্যাকগ্রার বলে উইকেটটা দিয়ে আসা। ১৭ টেস্টে ১৯ বার আথারটনকে তিনি আউট করেছেন, যেটা একটা বিশ্বরেকর্ড। আথারটনের শেষ অ্যাসেজ ম্যাচ, সেখানে প্রতিযোগিতা তিনি কী করবেন? অ্যাসেজে টানা সাত বার হারের পর আথারটনের বিদায় নেয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। ওভালে নাটকের শেষ দৃশ্যটার মঞ্চায়ন বাকি ছিল। তার রান তখন ৯। ম্যাকগ্রার অফ কাটারে বিভ্রান্ত হয়ে স্লিপে ক্যাচ দিলেন শেন ওয়ার্নের কাছে। ম্যাকগ্রার কাছে আউট হয়ে বিদায়টাই ছিল তার নিয়তি।

গফের নো বল এবং ফলোআপ ক্যাচ, এজবাস্টন-১৯৯৭

নব্বই দশকের পুরোটা একই ফলাফল। ইংল্যান্ডের হার। অজেয় অস্ট্রেলিয়ার সামনে বুক চিতিয়ে লড়ার মতো তখন একজনই ছিল, ড্যারেন গফ। তার বিধ্বংসী ব্যাটিং ১৯৯৪-৯৫ ট্যুরে। ৪ বছর পর অনবদ্য এক হ্যাটট্রিক। এর মাঝেই গফের জাত চেনানো ঘটনাটা ঘটে। সুখের বিষয়, এতে ইংল্যান্ডের জয় নিশ্চিত হয়। ১৯৯৭ সালের

বল অব দ্য সেঞ্চুরী– হতভম্ব গ্যাটিং

এজবাস্টন টেস্টের প্রথম দিনের ঘটনা। অস্ট্রেলিয়া ৫৪ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে। এ রকম সময়ে গ্রেগ ব্লিউয়েটকে বোল্ড করলেন। দুর্ভাগ্য, সেটা ছিল একটা নো বল। রেগে গিয়ে দ্বিতীয় চেষ্টাটা নিলেন এবং ব্লিউয়েটকে পরের বলেই স্লিপে ক্যাচ দিতে বাধ্য করেন।

ইয়ান বোথামের শেষ সাফল্য ১৯৮৬-৮৭

গফের হার না মানা মনোভাবটার জন্যই তাকে এতোটা সম্মান করা হয়। তাকে তুলনা করা হয় ইয়ান বোথামের সঙ্গে। বোথাম শেষ ৩টি অ্যাসেজে যা করে গেছেন, সেটা গফের হার না মানা মনোভাবের সঙ্গে মিলে যায়। তার শেষ চমক ছিল ১৪তম ও শেষ টেস্ট সেঞ্চুরি। দুর্দান্ত এ সেঞ্চুরিতে মার্ভ হিউজের ১ ওভারেই করেছিলেন ২২ রান। শেষ সাফল্য ছিল সিরিজের ফলাফল বদলে দেয়া ৫ উইকেট প্রাপ্তি। যদিও তখন বুকের পেশিতে ইনজুরি। সেটা নিয়েই বল করে যাচ্ছিলেন মিডিয়াম পেস থেকে একটু জোরে। তাতে কী? কোনো কিছুই তার সাফল্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

জেসোপের ম্যাচ, ওভাল-১৯০২

গিলবার্ট জেসোপ ছিলেন সে সময়ের ইয়ান বোথাম। শুধু ফাস্ট বোলিংই দলে সুযোগ পেতে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বোথামের মতোই ব্যাটিংয়ের জন্যও সমান পরিচিতি পেয়েছিলেন। তার জাত চেনানো ইনিংসটা এসেছিল ১৯০২ সালে, ওভালে। অবস্থাটা ছিল এ রকম- ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য দরকার ২৬৩ রান। সেখানে ৪৮ রান তুলতেই ৫ উইকেট উধাও। সেখান থেকে জেসোপ একাই ম্যাচটা বের করে নিয়ে আসেন। তার শতরান আসে মাত্র ৭৭ মিনিটে, সঙ্গে ১৭টি চারের মার। জয় আসে মাত্র ১ উইকেটের ব্যবধানে।

স্ল্যাটারের ১ম ওভারের ভেল্কি, এজবাস্টন-২০০১

অনেকে স্ল্যাটারের চেয়ে বেশি রান করেছেন। এমনকি তার থেকে দ্রুত। কিন্তু অ্যাসেজের জন্য মাইকেল স্ল্যাটারকে আলাদা করে মনে রাখতেই হবে। ব্যাটিং স্টাইলের জন্য মানুষ তাকে পছন্দ করতো। দ্বিতীয় ম্যাচেই ১৫২ রান করলেন ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসে। ক্রিকেটে একটি স্টাইলের 'জনক' তিনি। তার হেলমেটে চুমু খাওয়াটা

পরবর্তীকালে সব টেস্ট সেঞ্চুরিয়ানদের জন্যই প্রায় অত্যাবশ্যকীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ সালের অ্যাসেজের প্রথম বল। ফিল ডিফ্রেটাসের বলটা কাভার দিয়ে সীমানাছাড়া করেন তিনি। প্রথম ওভারে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছিলেন ২০০১-এ, ড্যারেন গফের ওভারে। ১৮ রান করেন সেই ওভার থেকে। সেই অ্যাসেজ শেষের আগেই তার কেরিয়ার শেষ হয়ে যায়। তবু টেস্ট ক্রিকেট তাকে মনে রাখবে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের জন্য।

অ্যাসেজের প্রতিশব্দ স্টিভ ওয়াহ্

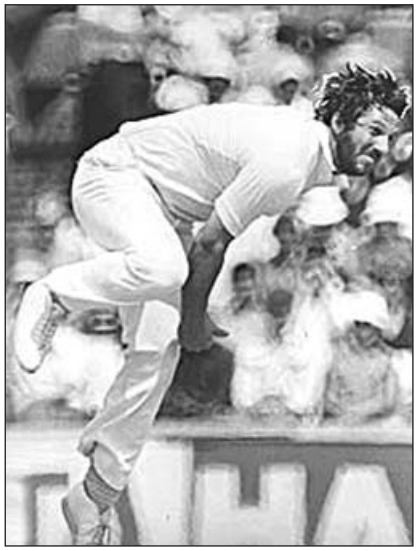

বোথাম : ইংল্যান্ডের গত শতকের সাফল্যের নাম

বয়কটের শততম ১০০, হেডিংলি-১৯৭৭

রান করাটাই নিজেকে মূল্যায়নের একমাত্র পন্থা বলে মানতেন বয়কট। তার ইয়র্কশায়ারপ্রীতি তো প্রবাদতুল্য। গেম প্ল্যানে কোনো দেখানোর মনোভাব ছিল না। ঠাণ্ডা, ধীরস্থিরভাবে খেলে রান করে যেতেন। ভাগ্য তাকে সুযোগ করে দিলো নিজের মাঠে কিছু করে দেখাতে। মুহূর্তটা ইংল্যান্ডের জয় ও তার শততম ১০০ রান করার। সেখানে বয়কটের ব্যাট তো কথা বলবেই। ১০ ঘন্টার ম্যারাথন ইনিংসে করলেন ১৯১ রান। আর ইংল্যান্ড অ্যাসেজ পুনরুদ্ধার করলো।

র‍্যান্ডলের ফিরে আসা, সেন্টেনারি টেস্ট ১৯৭৬-৭৭

১৯৭৭ সালের অ্যাসেজ ছিল দুজন গ্রেট ক্রিকেটারের অবসর ভেঙে ফিরে আসার ইতিহাস। বয়কট তার ৩ বছরের স্বেচ্ছা নির্বাসন শেষে ফিরে আসেন। আর ডেরেক র‍্যান্ডল ফিরে আসেন আগের শীতে অস্ট্রেলিয়ায় বাজে সময় কাটানোর পর। ট্রেন্টব্রিজ নিজের মাঠে রানআউট হন বয়কটের জন্য। পরের টেস্টেই র‍্যান্ডল অসাধারণ ১৭৪ রান করেন। ম্যাচটা ইংল্যান্ড তো জেতেই, সঙ্গে পুরো জাতিরও হৃদয় জিতে নেয়। ডেনিস লিলির একটা বাউন্সার তার মাথায় আঘাত করে। পড়ে যান র‍্যান্ডল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাপ তুলে প্রশংসা জানান ডেলিভারিটার জন্য। পরে অবশ্য স্বীকার করেছিলেন, অন্য কোথাও লাগাতে পারলে যথেষ্ট ব্যথা পেতাম!

ট্রুম্যানের ৩০০তম, ওভাল-১৯৬৪

৩০০তম উইকেটটা পাওয়ার পর জানতে চাওয়া হয় ভবিষ্যতে আর কেউ এ লক্ষ্য ছুঁতে পারবে কি? তার উত্তরটা শুনুন, 'সে হবে একজন ক্লান্ত মানুষ'। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়ার মতো ভয়ঙ্কর ফাস্ট বোলার ছিলেন তিনি। পুরো কেরিয়ারে ২৩০৪ জন ব্যাটসম্যানের জীবন ধ্বংস করেছেন (প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে)। শূন্য রান করতে একবার ভারতীয় টেস্ট দলকে ৪ উইকেট হারাতে হয়েছিল! এতোটাই ভয়ঙ্কর ছিলেন তিনি। ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম ৩০০ উইকেট পাওয়া বোলার ট্রুম্যান। আর পেসার হিসেবে কীর্তিটা কঠিনও বটে।

স্লাটার : সেঞ্চুরি উদ্‌যাপন

ওয়াহ্‌র কেরিয়ার বাঁচানো সেঞ্চুরি, সিডনি- ২০০২-০৩

ডন ব্র্যাডম্যানকে হিসাব থেকে বাদ দিলে অ্যাসেজের সবচেয়ে সমার্থক শব্দ হলো স্টিভ ওয়াহ। অস্ট্রেলিয়ার ২১ শতকের কিংবদন্তি। ওল্ড ট্রাফোর্ডে দু-ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন ১৯৯৭ সালে। মজার ব্যাপার হলো, কেরিয়ার শেষে তিনি একমাত্র অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান, যার অ্যাসেজ হারেরও অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২০০২-০৩-এ টানা খারাপ করেই যাচ্ছিলেন। সিডনিতে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট। খারাপ করলে হয়তো কেরিয়ারই শেষ হয়ে যাবে। সব সময় অজেয় থাকার রেকর্ডটা এখানেও বজায় রাখলেন। সে দিনের শেষ বলটা কাভার দিয়ে সীমানাছাড়া করলেন। সেঞ্চুরি এবং কেরিয়ার যেন পুনর্জন্ম পেলো।